

















## ফের গরু চুরি, প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গর্জি, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ফের গরু চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। বুধবার রাতে গর্জি ফাঁড়ির অন্তর্গত পেরাতিয়া ভিলেজের ইচ্ছামারা গ্রামের শিব বৈদ্যের বাড়ি থেকে দুটি গবাদি পশু চুরি হয়। স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী দুটি গবাদি পশু গাড়ি করে নিয়ে যায় চোরের দল। গ্রামবাসীরা ঘটনাটি টের পেলে তারা গাড়ির পেছনে ধাওয়া করেন। কিন্তু চোরের দল সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। খবর পেয়ে গর্জি ফাঁড়ির পুলিশ ছুটে আসে। পরবর্তী সময় আরকোপুর থানার পুলিশও ময়দানে নামে। কিন্তু চোরের দল পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। জানা গেছে, গাড়িটি রমেশা চৌমুহনির দিকে চলে যায়। গর্জি এলাকায় কিছু সময় ধরে এই ধরনের চুরির ঘটনা বন্ধ ছিল। কিন্তু পুনরায় শিবু বৈদ্যের বাড়ির ঘটনার পর সবাই আতঙ্কিত। একটা সময় প্রতিরাতেই গর্জি ফাঁড়ি এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটেছিল। বিশেষ করে গবাদি পশু নিয়ে গেছে চোরের দল। কিন্তু পুনরায় একই ধরনের ঘটনা শুরু হওয়ায় নাগরিকরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করার দাবি জানিয়েছেন।

## জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদ্যালয়মুখী পড়ুয়ারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি।। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। ওই বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা খুবই ব্যস্ততম। প্রতি মুহূর্তে যানবাহন ছোটাছুটি করে। বিদ্যালয়ের পাশেই আছে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয় এবং আটকেটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের সামনে যানজটের সৃষ্টি হয়। যে কারণে পড়ুয়া থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এলাকাবাসী চাইছেন বিদ্যালয়ের সামনে কোন ট্রাফিক কর্মী মোতায়েন করা হোক। কারণ, যানবাহন যেভাবে দূরন্তগতিতে ছোটাছুটি করে তাতে যেকোন দিন বিপদ ঘটতে পারে। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে মৌখিকভাবে অনেকের কাছেই অভিযোগ জানানো



হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দুটি স্কুল এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস যে জায়গায় অবস্থিত তার সামনের অংশে কল্যাণপুর বাজারের রাস্তা আবার অন্যদিকে নদীর পূর্ব পাড়মুখী সড়ক। আরেকদিকে মোটরস্ট্যান্ডে যাওয়ার রাস্তা। সব মিলিয়ে তিনটি রাস্তার মুখে দুটি বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস। স্বাভাবিক কারণেই সেখানে প্রতিদিন কৃত্তিম যানজট লেগে থাকে। বিদ্যালয় ছুটির পর অনেক ছাত্রছাত্রী দৌড়ে রাস্তায় চলে আসে। তখনই কোন বিপদ ঘটতে পারে বলে স্থানীয়দের আশঙ্কা। মাঝে মধ্যে ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগেই আছে। তাই বড় কোন ঘটনা ঘটার আগেই সেখানে ট্রাফিক কর্মী মোতায়েন করার দাবি জানিয়েছেন সবাই। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারাও চাইছেন প্রশাসন ওই বিষয়টির দিকে নজর দিক।

## নৌকাঘাটে ফের বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ ফেব্রুয়ারি।। সিপাহিজলার নৌকাঘাট থেকে আবারও বাইক নিয়ে গেল চোরের দল। বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা নাগাদ এই ঘটনা। কয়েকজন যুবক-যুবতি বাইক নিয়ে সিপাহিজলায় ঘুরতে এসেছিলেন। তারা রাস্তার পাশে বাইক রেখে নৌকাঘাটে যান। তাদের মধ্যে ওয়াসিমুল ইসলামের বাইকটি কে বা কারা তখনই চুরি করে নিয়ে যায়। যুবকের স্ত্রীও তার সাথে ছিলেন। তাদের কথা অনুযায়ী নৌকাঘাট থেকে ৫ মিনিট পর রাস্তায় এসে দেখেন বাইকটি উধাও। ওয়াসিমুল বাইক না পেয়ে চিকিত্সার করতে থাকেন। টিআর০৭ডি৬৩৫৭ নম্বরের বাইকটি চুরি যাওয়ার অভিযোগ জানানো হয় বিশালগড় থানায়। জানা গেছে, এক যুবক বলোরে গাড়িতে বাইকটি তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। বাইকের মালিক-সহ অন্যান্য লোকজন এদিক-ওদিকে খোঁজ করেও বাইকের হদিশ পাননি। জানা গেছে, মেলাঘরের দু-তিনজন বাইক চোর সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে তারাি এই ঘটনার সাথে যুক্ত কিনা। বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড় থানা এলাকায় বাইক চুরির ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। নৌকাঘাটে এ নিয়ে প্রচুর সংখ্যক বাইক চুরি গেছে। এদিন সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে ওয়াসিমুল ইসলাম এবং তার পরিবারের সদস্যরা পুলিশের উদ্দেশে আর্জি জানিয়েছেন চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করার জন্য। ওই যুবক পেশায় একজন গৃহশিক্ষক। তার পক্ষে নতুন বাইক কেনা সম্ভব নয়। সেই কারণেই তারা এ ঘটনায় ভেঙে পড়ছেন। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত চুরি যাওয়া বাইকের হদিশ মেলেনি।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/59/2021-22 dated-01/02/2022				
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: West Tripura invites on behalf of the ‘Governor of Tripura’ percentage rate e-tender from the Central & State public undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class for internal electrification works registered with PWD Tripura / TTADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Board up to 3.00 P.M. on 14/02/2022				
Sl. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1.	<b>DNIEt NO. EE-IED/AGT/13/2021-22</b>	Rs. 13,48,107.00	Rs.13,481.00	45(forty five) days
2.	<b>DNIEt NO. EE-IED/AGT/132/2021-22</b>	Rs. 6,58,081.00	Rs. 6,581.00	45(forty five) days
3.	<b>DNIEt NO. EE-IED/AGT/133/2021-22</b>	Rs. 6,12,378.00	Rs. 6,124.00	45(forty five) days
Last date and time for document downloading and bidding is on 14/02/2022 up to 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 14/02/2022, if possible, For more details kindly visit <span> </span> : <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a>				
<b>Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*</b>				
For and on behalf of the Governor of Tripura				
Sd/- Illegible (DHRUBAPADA DEBNATH) Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura				
ICA-C-3598-22				

## পাঁচ মাস ধরে বেতন বঞ্চিত নিরাপত্তারক্ষীরা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ৫ মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় এক প্রকার বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল নিরাপত্তারক্ষীর দায়িত্বে থাকা কর্মীরা। জানা যায়, নর্থ-ইস্ট সিকিউরিটি গার্ড কোম্পানির অধীনে নাইটগার্ড হিসেবে রুকিয়া বিদ্যুৎ প্রজেক্টে কর্মরত ১৬ জন নাইটগার্ড কর্মী গত চার বছর যাবৎ নাইট গার্ড কর্মী হিসেবে কর্মরত। তারা সবাই কলমচৌড়া থানা এলাকার। কিন্তু অবাক করার বিষয়, গত পাঁচ মাস যাবৎ কোম্পানি

তাদের বেতন দিচ্ছে না। তারা রাতে অনেক পরিশ্রম করে ডিউটি করার পরেও বেতন পাচ্ছে না। ফলে পাঁচ মাস ধরে পরিবার চালাতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। কোম্পানির পক্ষ থেকে তাদের কোন আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে না। ফলে নাইট গার্ডরা বৃহস্পতিবার থেকে কাজ বন্ধ করে দেন। এই বিষয়ে কলমচৌড়া থানা পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে জিডি দায়ের করা হয়েছে। তাদের বর্তমানে থানার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কারণ যাদের অধীনে তারা চাকরি করেন কেউই কোন

## গুরুতর আহত বাবা ও ছেলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত চামটিলা ট্রাইজংশন এলাকায় যান দুর্ঘটনায় আহত হলেন বাবা ও ছেলে। কদমতলার বাঘন এলাকার সুভাষ নাথ (৩৬) ৮ বছরের ছেলেকে নিয়ে বাইকে চেপে কাঞ্চনপুরের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। ট্রাইজংশনে এনএল০১এসি১৪০৬ নম্বরের কন্টেইনার লরি তাদের বাইকে ধাক্কা দেয়। পরবর্তী সময় লরিটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় বাবা ও ছেলে রাস্তাভেই পড়ে থাকেন। স্থানীয় লোকজন সঙ্গে সঙ্গে পানিসাগর ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আহত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাবা ও ছেলেকে রেফার করা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। এদিকে, ওই কন্টেইনার লরিটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে এসে বিলুপ্তি পাকিঁৎ এলাকায় দাঁড়িয়ে পড়ে। চালক সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পানিসাগর থানার পুলিশ খবর পেয়ে লরিটি আটক করে থানায় নিয়ে আসে। জানা গেছে, ওই দুর্ঘটনায় ৮ বছরের শিশুটির বুকে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। তার শারীরিক অবস্থা এখনও গুরুতর বলে খবর।

## অল্পেতে রক্ষা পেলেন চালক ও সহচালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বৃহস্পতিবার আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের আমবাসা ম্যাগাজিন পাড়ায় পাথর বোঝাই একটি ট্রিপার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। ট্রিপার চালক এবং সহচালক এতে অল্পবিস্তর আঘাত পান। ম্যাগাজিন পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে অন্য একটি গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে ট্রিপার চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। সেই কারণে ট্রিপারটি খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এই দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন চালক এবং সহচালক। ট্রিপারটি খাদে সম্পূর্ণভাবে উল্টে যায়। পথচলতি মানুষও অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

## গাড়িতে মহিলা যাত্রীর ব্যাগ ছিনতাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা থেকে চড়িলাম আসার পথে ছিনতাইবাজের খপ্পরে পড়েন মহিলা যাত্রী। উত্তর চড়িলাম পঞ্চায়েতের ফকিরামুড়া এলাকায় রিংকু বেগমের টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে যায় কে বা কারা। রিংকু বেগম তার মা পরিজা বিবিকে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন। সেকেরকোটি আসার পর গাড়ির সহচালক রিংকু বেগমকে তার ব্যাগ গাড়ির সিটের নিচে রেখে দিতে বলেন। বড় ব্যাগের মধ্যেই ছিল টাকার ব্যাগ। এছাড়া এটিএম কার্ড, পেনকার্ড-সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ব্যাগেই ছিল। বিশালগড় হাসপাতালের সামনে আসার পর গাড়ি থেকে এক মহিলা নেমে পড়েন। এর পর বিশালগড় মোটরস্ট্যান্ডে আরও দু'জন গাড়িতে উঠেন। গাড়িটি চড়িলাম পরিমল চৌমুহনি আসার পর রিংকু বেগম এবং তার মা নেমে পড়েন। তখনই তারা ব্যাগ খুঁজে পাননি। গাড়ির কোথাও সেই ব্যাগ ছিল না। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তারা। রিংকু বেগমের স্বামী সৌদিআরবে থাকেন। নগদ প্রায় ১৫ হাজার টাকা এবং নথিপত্র রয়েছে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে গাড়ি থেকে কিভাবে ব্যাগটি ছিনতাই হল? তাদের আগে যারা গাড়ি থেকে নেমেছেন তাদেরকেই সন্দেহ করছেন তারা। বিষয়টি নিয়ে পুলিশেরও দ্বারস্থ হয়েছে রিংকু বেগম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া টাকা এবং নথিপত্রের হদিশ মেলেনি।

আগরতলা পুরনিগম	
আগরতলা	
সেহা নং: F.98/OSD/(Dev)/ NULM/AMC/14(Part-II)	তারিখঃ ০২-০২-২০২২ইং
পুর বিজ্ঞপ্তি	
এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের অগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত (Surveyed/ স্ক্রিট ভেভার/ Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ এবং এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প/ব্যবসা স্থাপনের লক্ষে Day NULM স্কীমে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করা হবে। এই ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক রেজিস্ট্রিকৃত (Surveyed) স্ক্রিট ভেভার (Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ নির্ধারিত ফরমেট পূরণ করে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রের জেরক্স কপি সহযোগে আগামী ২৫-০২-২০২২ ইং তারিখের মধ্যে পুর নিগমের স্ব-স্ব জোনাল অফিসের এন.ইউ.এল.এম. (NULM) শাখায় জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।	
সর্বোচ্চ ঋণ প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা	
১) রেজিস্ট্রিকৃত (Surveyed) স্ক্রিট ভেভার	মং ৫০,০০০/-
২) (Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ/এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীগণ	মং ৫০,০০০/- থেকে মং ২,০০,০০০/-
ধন্যবাদান্তে — স্বাক্ষর অস্পষ্ট মিউনিসিপাল কমিশনার আগরতলা পুরনিগম	
আবেদনপত্রের সহিত নিম্নলিখিত প্রমাণপত্রের কপি জমা দিতে হবেঃ	
১) ফিল ট্রেনিং সার্টিফিকেট কপি	
২) মহকুমা সার্বিক কর্তৃক প্রদত্ত ইনকাম সার্টিফিকেট	
৩) আধার কার্ডের কপি	
৪) রেশন কার্ডের কপি	
৫) ব্যাঙ্ক পাস বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার জেরক্স কপি	
৬) ম্যাগাজিন পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে অন্য একটি গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে ট্রিপার চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। সেই কারণে ট্রিপারটি খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এই দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন চালক এবং সহচালক। ট্রিপারটি খাদে সম্পূর্ণভাবে উল্টে যায়। পথচলতি মানুষও অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।	

FOR ATTENTION OF CITIZENS	
COVID-19 victim kin to get ex-gratia assistance	
The people who died due to COVID-19, their family members are entitled for ex-gratia assistance from the State Government in pursuance of the order of the Hon'ble Supreme Court of India.	
To avail the ex-gratia assistance, the beneficiaries are requested to submit an application (online / offline) along with the relevant documents (i.e. death certificate, cause of death, survival certificate, power of attorney to claim, claimant details, beneficiary account details for DBT) to the office of the respective DM & Collector/ SDM.	
The claimant may apply online through portal: <a href="https://edistrict.tripura.gov.in/directApplyService.do?serviceid=10200003">https://edistrict.tripura.gov.in/directApplyService.do?serviceid=10200003</a>	
After verification, the compensation amount for the eligible cases will be transferred to the respective beneficiary account through DBT expeditiously (not later than 30 days of application)	
In case of any difficulties or delay in getting the Death Certificate, ex-gratia assistance etc., the applicant may contact the District Grievance and Redressal Committee.	
ICA-C-1735-22	

## শাসকদলীয় নেতার বাড়িতে হামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ ফেব্রুয়ারি।। রাতের আঁধারে বাড়িঘরে হামলার ঘটনা এখন যেন ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে। কি বিরোধী দল কিংবা শাসক দল কোন দলের নেতা-কর্মীরাই হামলার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। বুধবার রাতে বিশালগড় থানার পশ্চিম লক্ষ্মণবিল এলাকার বিজেপি নেতা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ওই দিনই বিজেপির সংখ্যালঘু মোচার মন্ডলের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ফারুক মিয়া। রাতেই কে

বা কারা তার বাড়িতে একের পর এক ঢিল ছুঁড়তে থাকে। পরবর্তী সময় পরিবারের লোকজন ঘর থেকে বের হলে দৃষ্কতির সোখান থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে হামলার ঘটনায় পরিবারের মহিলা এবং অন্যান্যরা খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন। ঘটনাটি বিশালগড় থানার



পুলিশকেও জানানো হয়। খবর পেয়ে এদিন সকালে শাসকদলীয় নেতারা ফারুক মিয়ার বাড়িতে আসেন। তারা ঘটনাটির তীব্র নিন্দা জানান। ফারুক মিয়া-সহ শাসক দলের অন্য নেতাদের বক্তব্য, এই ঘটনার পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে তা এখনও তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেননি। তবে তাদের সন্দেহ হামলার পেছনে রাজনৈতিক কারণ অবশ্যই থাকতে পারে। ফারুক মিয়ার বক্তব্য, এলাকায় তার কোন শত্রু নেই। সবর সাথেই সু-সম্পর্ক আছে। তাহলে এই ধরনের হামলা কেন- প্রশ্ন সবার।

## মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ জালালের স্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ ফেব্রুয়ারি।। পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে অবশেষে স্বামীর প্রাণ রক্ষার তাগিদে উদয়পুর ছাত্রারিয়ার বাসিন্দা জালাল মিয়ার স্ত্রী সোনিয়া বেগম জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি বৃহস্পতিবার মানবাধিকার কমিশনের উদ্দেশে চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠিতে স্বামীর প্রাণনাশের আশঙ্কার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ২৬ জানুয়ারি রাতে একদল দৃষ্কতি জালাল মিয়ার বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। তার বাড়িতে প্রাক্তন রাস্তাপতি প্রয়াত এপিজে আব্দুল কালামের মূর্তি বসানো হয়েছে। তারপর থেকেই একটি অশ্লের মানুষ জালাল মিয়ার উপর প্রচণ্ড ক্ষেপে আছে। তারাই জালাল মিয়াকে ঘৃষিক দিয়েছিল প্রজাতন্ত্র দিবস যাতে পালন না করেন। কিন্তু জালাল মিয়া প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করার পর রাতে দৃষ্কতিরা হামলা চালায়। তবে ওইদিনের ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা অল্পেতে রক্ষা পান। ঘটনায় জালাল মিয়া ৭ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। জালালের পক্ষে তার স্ত্রী সেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত তাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি। তাই অবশেষে সোনিয়া বেগম জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন। সেই অভিযোগ পত্রের প্রতিলিপি প্রদান করা হয় ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনেও। এখন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেদিকেই তাকিয়ে ওই পরিবারটি।

## সর্বদলীয় বৈঠকে সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় পথ অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ ফেব্রুয়ারি।। কৈলাসহর পুর এলাকায় যানজট নিরসনে সর্বদলীয় বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় বৃহস্পতিবার ফের সড়ক অবরোধ করেন অটো এবং ই-রিকশা চালকরা। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ শ্রীরামপুর ব্রিজ চালকরা রাস্তা অবরোধ করেন। ব্যস্ততম সময়ে অবরোধ

পরিস্রদের কনফারেন্স হলে পুনরায় দফায় দফায় বৈঠক হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত বৈঠক। বৈঠক শেষে পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতীশ দে জানান, যানবাহন চালকদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব এবং চালকদের কাছে অবশ্যন জানানো হয়েছে তারা যেন নয়া নির্দেশিকা মেনে নেন। পুর পরিদ কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারছে এতে করে

সেই বৈঠকে একাধিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল শহরে যান চলাচল নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সড়ককে ওয়ান ওয়ে করা হবে। শহরের উত্তর দিক থেকে আসা যানবাহন গৌবন্দপুর হয়ে শহরে ঢুকবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৈলাসহর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে গার্স স্কুল পর্যন্ত নো পার্কিং বলবৎ থাকবে। সমস্যা সমাধানে দুটি জায়গায় পেইড পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও আবও কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত সর্বদলীয় বৈঠকে। গত ৩১ জানুয়ারি ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবিতে লক্ষ্মীছাড়া ব্রিজ অটো চালকরা রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। বৃহস্পতিবার অটো এবং ই-রিকশা চালকরা শ্রীরামপুর ব্রিজ অবরোধ করেন। দু'দিনের অবরোধের জেরে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এখন দেখার যান চালকরা পুর কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে নেন কিনা।



চলায় দুর্ভোগ বেড়ে যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কৈলাসহর থানার ওসি-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরবর্তী সময় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান চপলা রানি সিদ্ধান্তে এখনও অনড় আছেন। আসে। অবরোধকারীদের সাথে আলাপ আলোচনার পর আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। অবরোধস্থলে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিন পুর

চালকদের সমস্যা হবে। কিন্তু শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে নির্দেশিকা মানতেই হবে। নীতীশ দে'র কথা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, তারা নিজদের গৃহীত সিদ্ধান্তে এখনও অনড় আছেন। গত ২৮ জানুয়ারি কৈলাসহর পুর এলাকার উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

TENDER NOTICE		
Dated, 02/02/2022.		
The Office of the District Magistrate & Collector, West Tripura District invites Sealed e-Tenders under Two Bid System i.e. Technical Bid and Financial Bid from reputed, experienced and financially sound Companies/Firms/Agencies for supplying manpower <b>as per BOQ</b> at location in One Stop Centre at West Tripura District in Tripura under One Stop Centre Schemes (OSC) on the terms and conditions mentioned in the tender document.		
<b>Key information :-</b>		
Sl. No.	Description	Important Information
1	e-Tender No. :	F.4(27)-DISE/OSC/WT/2016
2	Published Date	07-02-2022 at 11.00 AM
3	Bid Submission start Date	07-02-2022 at 11.00 AM
4	Bid submission end date	28-02-2022 at 03.00 PM
5	Date of opening of Technical Bid	28-02-2022 at 03.30 PM, if possible
6	Date of opening of Financial Bid	After checking of Technical Bid
7	Bid opening date by the undersigned	28-02-2022 at 03.30 PM, if possible
8	Bid Validity	180days from date of opening of Tender
<b>IMPORTANT NOTES:-</b>		
1. Tender Documents can be downloaded from Tripura e- Procurement Portal <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a> . Bidders should enroll / register in the e-procurement module of Tripura e-Procurement Portal through the website: <a href="https://tripuratenders.gov.in/">https://tripuratenders.gov.in/</a> . Bidders should also possess a valid DSC for online submission of bids.		
2. <b>Bids received on e-tendering portal only will be considered. Bids in any other form sent through sealed cover/email/post/fax etc. will be rejected.</b>		
3. The Office of the District Magistrate & Collector, West Tripura District reserves the right to accept / reject any / all tenders in part / full without assigning any reason thereof		
4. The Office of the District Magistrate & Collector, West Tripura District will not be responsible for any delay in enrollment/ registration of bidder or submitting/uploading the offer on e-tender portal. Hence, bidders are advised to register in e-tendering website <a href="https://tripuratenders.gov.in/">https://tripuratenders.gov.in/</a> and enroll their Digital Signature Certificate and upload their quotation well in advance.		
5. Any changes / corrigendum/extension of opening date in respect of this tender shall be issued through website only and no press notification will be issued in this regard. Bidders are therefore requested to regularly the website for updates.		
Sd/- Illegible (Debapriya Bardhan, IAS) Chairman, District Task Force One Stop Centre Scheme (District Magistrate and Collector), West Tripura		
ICA-C-3592-22		



## জানা অজানা

বিলোপের  
হুমকিতে  
বুনোফল

গাঁয়ের মোঠাপথে চলার একটা মজা আছে। যড়ঋতুর গন্ধ মেলে। একেক ঋতুর গন্ধ একেক রকম। স্মৃতিকাতর করা সেসব গন্ধের উৎস গাছের সবুজ পাতা, বাহারি সব বুনোফুল কিংবা ফল। ফুলের দিকে তবু চোখ পড়ে, বুনোফলের দিকে তাকায় ক’জন। তবু সেসব ফল যুগে যুগে নীরবে প্রাণের বীজ বপন করে গেছে বাংলার সবুজ করুণ ডাঙায়।

বেশির ভাগ বুনোফলই খাওয়া যায় না। তাই মানবসমাজে সেসবের কদর নেই। আগে ওষুধ হিসেবে কিছু ফল খেত মানুষ। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রয়োজন ফুরিয়েছে সেসবের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতিক হারে কমাছে পতিত জমি, বাড়ছে বসতবাড়ি। সুতরাং বুনো গাছপালার সংখ্যা কমে যাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে। এতে বিলোপের হুমকিতে পড়েছে বুনোফল।

বাইরে ভালো ভেতরে কালো বোঝাতে মাকাল ফল (Trichosanthes tricuspidata) শব্দটা উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু সত্যিকারের মাকাল ফল দেখছে এমন লোক এখন কমই পাওয়া যাবে। গ্রাম-বাংলায় কালেভদ্রে দেখা মেলে উদ্ভিদটির। মাকাল ফল দেখতে অনেকটা আপেল আকারে মিশেরের মতো। তবে সৌন্দর্যে সুসাদু ফল দুটিকে হার মানায়। কিন্তু ফলের ভেতরটা কুৎসিত। তার চেয়ে খারাপ এর স্বাদ। সুতরাং মানুষের কাছে লাগে না। তো কে বছরের পর বছর ধরে পুষ্যে বহুবর্জিত্বী এ বুনোফলটি? ছবির এ ফলটি বাংলাদেশের বিনাইদহের শীমান্তবর্তী এক অঞ্চল থেকে ২০১৪ সালে তোলা। এখন সেই গাছটি আর নেই।

একসময় গাঁয়ের প্রতিটি বাড়িতে দেখা যেত রক্ত কুঁচ (Abrus precatorius) নামের সুন্দর্যন ফলটিকে। পাওয়া যেত স্বর্ণকারের দোকানেও। মটরদানার চেয়ে কিছুটা ছোট এই ফলের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিটি ফলের আকার-আকৃতি সমান। এখনকার মতো আগে ডিজিটাল দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ছিল না। ছিল না সোনা-রূপার নির্ণুত ওজন মাপার জন্য অত ছোট বাটখারাও। কিন্তু অতি সামান্য সোনার দামও তো কম নয়। এ জন্যই সোনা-রূপার ওজনে ভরি, আনা, রতি ইত্যাদি ভরের দ্বন্দ্ব একক প্রচলন রয়েছে আজও। কিন্তু রতির মাপে বাটখারা বেশির ভাগ স্বর্ণকারের ছিল না। এর জন্য তারা কুঁচ ব্যবহার করত। প্রতিটি কুঁচের ওজন নাকি এক রতি। মাপমাপিতে যত কাজেই লাগুক, কুঁচের বীজ কিন্তু ভয়াবহ বিষাক্ত। একজন মানুষকে মেরে ফেলাতে একটা দানাই যথেষ্ট। তবু কুঁচের বিষে মানুষ বেশি মরেনি। কারণ, বীজের খোলস খুব শক্ত। পরিপাকতন্ত্র সেই খোলস ভাঙতে অক্ষম। তাই ভুলে কুঁচ গিলে ফেলালেও কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু ভাঙা বা ফুটো করা কুঁচ পেটে গেলেই সর্বনাশ! কুঁচের বীজে

অ্যারিন নামে একধরনের রাসায়নিক থাকে। এই পদার্থ খুব সহজেই শরীরের কোষে ঢুকে রাইবোজমকে ভেঙে ফেলাতে পারে। তাই সহজেই ভেঙে যায় প্রাণিকোষ। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে রোগীর। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী কিংবা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত যাঁরা পড়েছেন, বঁচি ফল (Flacourtia indica) তাঁদের কাছে নস্টালজিয়ার নাম। বঁচি গ্রামীণ জঙ্গলের খুব সাধারণ ফল ছিল। খাওয়াও যায়, বেশ সুস্বাদু। কিন্তু বাঙালি অন্য ফলে যে স্বাদটা পেয়েছে, তা বোধ হয় বঁচিতে পায়নি।

নইলে অবহেলায় এত সুন্দর ছোট ফলটি হারিয়ে যাচ্ছে কেন? বঁচির দোষ হলো ওর গাছে প্রচুর বড় কাঁটা। কাঁটাই বিরুদ্ধ পরিবেশে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু মানুষের কাছ কি কাঁটা হার মানে! নির্বিচারে ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে মনুলে বিনাশ করে। আগে ফসল খেতের বেড়া দেওয়ার জন্য কাঁটারোপ ব্যবহার করা হতো। সেই দলে ছিল বঁচিও। কিন্তু এখন নানা রকম বিকল্প এসে গেছে। কাঁটারোপ তাই বাড়তি ঝামেলার। কাঁটার যন্ত্রণা থেকে রেহায় পেতেই মানুষ এখন কেটে সাবাড় করে দিচ্ছে বঁচি গাছ। বঁচি ফলের আকার মটরদানার সমান। কাঁটা ফলের রং সবুজ। পাকলে কুচুকে কালো। পাকা ফল শিশুদের, পাখিদের ভীষণ প্রিয়। বঁচি গাছ দীর্ঘজীবী। এমনিতে ঝোপাল বৃক্ষের মতো। ভালপালা ছেঁটে যত্ন নিলে বড় গাছে পরিণত হয়।

বিখ্যাত কাঁটারোপ নাটা (Caesalpinia bonduc)। ঝোপাল বহুবর্জিত্বী উদ্ভিদ। আপদমস্তক কাঁটায় ভরা। প্রতিটা পাতার গোড়ায় বীকানো বড়শির মতো কাঁটা থাকে। এমনকি কাণ্ড ও ডালাপালাও কাঁটায় ভরা। ভীষণ বিপজ্জনক। নাটা ঝোঁপের ভেতর দিয়ে চলতে গেলে শরীর রক্তাক্ত হবেই, কাপড়চোপড় ছিঁড়বে। দেশি শিমের মতো চ্যাপ্টা ফল। গায়ে সবুজ রঙের রাবারের গুঁড়-কাঁটা। তবে এই গুঁড়-কাঁটা নরম, তাই শরীরে ফেঁটার ভয় নেই। নাটার বীজের খোলস অত্যন্ত শক্ত। জর, কুমির উৎপাত থেকে বাঁচতে একসময় মানুষ নাটার বীজ পুড়িয়ে খাত। শুধু এই চরটা নয়। হারিয়ে যাচ্ছে এমন অসংখ্য বুনোফল। মানুষের হয়তো কাজে লাগে না। কিন্তু জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষায় এসব উদ্ভিদের গুরুত্ব কম নয়। ফলভোজী পাখি ও প্রাণীরা এদের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল। এদের ফুলের মধু খেয়ে বেঁচে থাকে মৌমাছি আর কীটপতঙ্গ। পরিবেশের ফেলাতে রাখার জন্য এসব পাখি, প্রাণী ও কীটপতঙ্গের টিকে থাকা যেমন জরুরি, বিলোপের পথে দানা বুনোফুলগুলোই তাই টিকে থাকা জরুরি। আর এ দায়িত্ব মানুষকেই নিতে হবে। নইলে বুনোফলের বিলুপ্তিতে ভাঙা বা ফুটো করা কুঁচ পেটে গেলেই সর্বনাশ! কুঁচের বীজে

মনরেগায় কর্মীদের  
বকেয়া ৩৩৬০ কোটি

**নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি।**। মহাশ্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট বা মনরেগার কর্মীরা এখনও সরকারের থেকে প্রায় ৩৩৬০ কোটি মজুরি পায়নি। তাঁরা এই বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য অপেক্ষা করছেন। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে সবচেয়ে বেশি বকেয়া টাকা রয়েছে। রাজসভায় এক প্রশ্নের জবাবে সরকারের উত্তর অনুসারে এমনটাই তথ্য মিলেছে। বর্তমান বছরের সংশোধিত অনুমানের তুলনায় কেন্দ্র গ্রামীণ চাকরি প্রকল্পের জন্য বাজেটে বরাদ্দ ২৫ শতাংশ হ্রাস করার কারণে এটি আসে। যদি এই না পাওয়া মজুরি এবং উপাদান প্রদানের দায়গুলি পরবর্তী আর্থিক বছরে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এটি পরের বছর কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য উপলব্ধ অর্থের পরিমাণ আরও কমিয়ে দেবে।

মহিলা ফাইটার  
পাইলট  
নিয়োগ স্থায়ী

## হবে ৪ রাজনাথ

**নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি।**। ভারতীয় বায়ুসেনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি জানিয়েছেন, ছ’বছর আগে মহিলাদের যুদ্ধবিমান চালানোর পরীক্ষামূলক শুরু হয়েছিল তা এবার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে। ২০১৫ সালে মহিলাদের যুদ্ধবিমানের পাইলট হিসেবে নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই পরীক্ষামূলক নিয়োগ এখন স্থায়ী হতে চলেছে। রাজনাথ সিং টুইটারে লিখেছেন, “এটি ভারতের ‘নারী শক্তি’ এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতিশ্রুতির প্রমাণ।” ২০১৬ সালে বায়ুসেনার ফাইটার স্ট্রিমে তাঁদের অতভুক্তির জন্য পরীক্ষামূলক স্কিমটি বাস্তবায়িত হওয়ার পরে ১৬ জন মহিলা ফাইটার পাইলট নিয়োগ হয়েছে। যা বায়ুসেনার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। বায়ুসেনার এক মুখপাত্র বলেছেন, “প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এটিকে একটি স্থায়ী প্রকল্প করার জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে।” স্ট্রের খবর, নৌসেনা বাহিনীতেও এরকম সুযোগের কথা পরিকল্পনা করা হচ্ছে। পুরুষদের পাশাপাশি যুদ্ধজাহাজে মহিলারা যাতে অংশ নিতে পারে তার পরিকল্পনাও তৈরি হচ্ছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মহিলারা এখন ফাইটার জেট ওড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন এবং এখন তাঁরা স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও যোগ্য বলে বিবেচিত। এছাড়াও, ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি ২০২২ সালের জুন মাসে তার প্রথম ব্যাচের মহিলা ক্যাডেটদের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তুত। সুপ্রিম কোর্ট ২০২১ সালের অক্টোবরে একটি যুগান্তকারী আদেশের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য অ্যাকাডেমির দরজা খুলে দিয়েছিল। ভারতীয় বায়ুসেনা সর্বশেষ রাফাল

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য জন ব্রিটাসের একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তর মহামন্ত্রী চলাকালীন প্রদত্ত মনরেগার কাজের রাজ্যভিত্তিক বিশদ এবং সেই সঙ্গে মজুরি প্রদানের বকেয়া সম্পর্কে, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি ২৭ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে স্কিমের ডেটা প্রদান করেছে। সেই তারিখে মূলত্ববি মজুরি দায় ছিল ৩৩৬৮.১৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল। যার পরিমাণ ৭৫২ কোটি, এর পরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান যাদের বকেয়া যথাক্রমে ৫৯৭ কোটি এবং ৫৫৫ কোটি টাকা। স্কিমের আর্থিক বিবৃতি দেখায় যে, ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উপাদান খরচের জন্য বকেয়া ১১০২৭ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের জন্য ২০২২-২৩ বাজেট বরাদ্দের

সমালোচনা করে একটি বিবৃতিতে। যা আগের বছরের সংশোধিত অনুমানের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম, এনআরইজিএ সংগ্রাম মোর্চা অনুমান করেছে যে, সমস্ত মূলত্ববি থাকা দায়গুলি নিয়ে পরের বছর এই স্কিমের জন্য মাত্র ৫৪,৬৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। হিসেবের মধ্যে,” প্রতি বছর প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ বাজেট প্রথম ছয় মাসের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়, যার ফলে কাজ ব্যাপক মছুর হয়। অপরাধপূর্ণ বাজেট বরাদ্দের কারণে সরকার সমস্ত সক্রিয় জব কার্ডধারী পরিবারকে কর্মসংস্থান দিতে সক্ষম হয়নি। কর্মী অ্যাডভোকেসি গ্রুপ বলছে যে জনপ্রতি ৩৩৪ টাকা খরচ করে যদি সমস্ত সক্রিয় জব কার্ড কর্মীরা কাজের অনুরোধ করেন, তাহলে বর্তমান বাজেটের অনুমান অনুযায়ী সরকার গ্যারান্টিমুদ্র ১০০ দিনের মধ্যে শুধুমাত্র ১৬ দিনের কর্মসংস্থান দিতে সক্ষম হবে।

## বিদেশের দাপট, দুশ্চিন্তায় দেশের চা-শিল্প

**নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি।**। উৎপাদন বাড়ছে। বেড়ে চলেছে উৎপাদন খরচও। কিন্তু একদিকে চাহিদায় ঘাটতি, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজার ধরায় খামতি এবং দেশীয় বাজারে কম বিক্রি। সব মিলিয়ে সংকটে দেশের তথ্য বাংলার গর্বের চা শিল্প। পরিস্থিতি কতটা খারাপ তার নমুনা হল, গত বছর মোট রফতানি হয়েছে মাত্র ১৮০ মিলিয়ন টন। কিন্তু কম করে তিনশো টনের আন্তর্জাতিক বাজার চাই এবং তা ছিলও। সেই বাজারে ধস নামিয়েছে করোনা আহা! সঙ্গে জুড়েছে চিনের মতো প্রতিযোগী দেশের চ্যালেঞ্জ, যা জিততে নাভিশ্বাস উঠেছে দার্জিলিংয়ের প্রথিতযশা চা-এরও। ইরান এবং ইউরোপের যে দেশগুলোতে ভারতীয় চা একচেটিয়া ব্যবসা করত সেখানেও নানা সমস্যা। ইরানের মতো দেশ থেকে টাকা আনা যদি একটা প্রতিবন্ধকতা হয় তাে ইউরোপের দেশগুলোর ক্ষেত্রে চাই অতি উন্নত

প্যাকেজিং এবং অতি কম কীটনাশকের ব্যবহার। সেক্ষেত্রে প্যাকেজিংয়ের দাম যে বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন যা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বৃধবার অ্যাসোসিয়েশনের ১৩৮তম বার্ষিক সম্মেলনে সকলেই কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানিয়েছেন বিষয়গুলি দেখার। ভাটুরাল মাধ্যমে এই সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বিবেক গোয়েঙ্কা এদিন বলেছেন, “রফতানি যেমন কমেছে তেমনই আমদানি বেড়েছে। দুটি বিষয়ই উদ্বেগের।” সম্মেলনে ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা, টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভাত বেজবহুয়া। সংশ্লিষ্ট শিল্পমহলের উদ্বেগের বিষয় হল, কলকাতা, শিলিগুড়ি, অসম হোক বা দক্ষিণ ভারতে, নিলামে চায়ের দাম উঠেছে গত বছরগুলির চেয়ে কম। শিলিগুড়িতে নিলামে ২০২০ সালের চেয়ে ২০২১ সালে প্রায় সাত শতাংশ কম

● এরপর দুইয়ের পাতায়



মুদ্রাি ৪ পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের আরবিআই অফিসের সামনে প্রতিবাদ। ছবি বৃহস্পতিবারের।

## প্রস্তুত চন্দ্রযান-৩ ! ওয়েইসির গাড়িতে গুলির হামলা

**নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি।**। চন্দ্রযান—২ এর অভিযান সফল হয়নি। তবে চন্দ্রযান-৩ কিন্তু বাধা কাটিয়ে চাঁদের উদ্দেশে রওনা দিতে প্রস্তুত। চলতি বছরের আগস্টেই হতে চলেছে চন্দ্রযান-৩ অভিযান। মহাকাশ বিভাগের তরফে লোকসভায় একধা জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার লিখিত জবাবে বলা হয়েছে, সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ। ২০২২ সালের আগস্টেই উৎক্ষেপণ করা হবে চন্দ্রযান-৩-কে। অতিমারি আবহেই যে অভিযানে বিলম্ব

হয়েছে, তা জানিয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং। তাঁর কথায়, এই বছরে ৮টি লক্ষ ভেহিক্যাল মিশন, ৭টি মহাকাশযান মিশন এবং ৪টি প্রযুক্তি প্রদর্শনকারী মিশনের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে ইসরো। এদিকে ইসরো জানিয়েছে, নতুন চন্দ্রযানে ল্যান্ডার, রোভার থাকবে। তবে অরবিটার থাকবে না। পাশাপাশি ইসরো ব্যস্ত ‘মিশন গগনযান’ নিয়েও। এটাই ভারতের প্রথম মানব মহাকাশ অভিযান। এই মিশনটিকে সফল করে তুলতে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

আদালতের  
নোটিশ  
প্রধানমন্ত্রীর  
অফিসে

**নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি।**। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জবাবদিহি চেয়ে নির্দেশিকা জারি করলে উত্তরপ্রদেশের এক দায়রা আদালত। গত বছর কান্দীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে সেনাবাহিনীর উর্দি পরেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। এই কাজ শান্তিযোগ্য অপরাধ এমন অভিযোগে গত বছরই এক মামলা দায়ের হয় প্রয়াগরাজের আদালতে। এতদিন পর সেই ঘটনার জবাবদিহি চেয়ে নির্দেশিকা জারি করলেন দায়রা আদালতের বিচারপতি নলিনকুমার শ্রীবাস্তব। অভিযোগে বলা হয়, স্থল, জল এবং বায়ুতে সেনাদের উর্দি পরা কিংবা ‘টোকেন’ বহন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই নিয়ে গত বছর প্রথম আবেদন করেছিলেন রাকেশ নাথ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

কলেজে হিজাবে ‘বাধা’  
বিক্ষোভে শামিল ছাত্রীরা

**ব্যাঙ্গালুরু, ৩ ফেব্রুয়ারি।**। ফের হিজাব পরে কলেজে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি শাসিত কর্ণাটকের উদ্বৃতিতে। উদ্বৃতি জেলার কুন্দাপুরে সরকারি কলেজে মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পরে পৌঁছালে এদিন তাঁদের কলেজের গেটে থামিয়ে দেন অধ্যক্ষ। এর আগেই অবশ্য কলেজের আদেশনামার বিরোধিতা করে কর্ণাটক হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছে এক পড়ুয়া। এদিন ছাত্রীরা কলেজে গেলে অধ্যক্ষ জানিয়ে দেন ক্লাসে হিজাব পরার অনুমতি নেই। হিজাব খুলে কলেজে প্রবেশ করতে হবে বলেও জানান তিনি। যদিও ছাত্রীদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তর্ক হয় অধ্যক্ষের। ছাত্রীরা বলে সরকারি আদেশে তাঁদের কলেজের নাম উল্লেখ নেই। পাল্টা অধ্যক্ষ বলেন, সরকারি আদেশ রাজ্যের সব কলেজেই লাগু। বৃধবার হিজাব পরা নিয়ে ওই কলেজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। প্রায় ১০০ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাত্রী ক্লাসে গেরুয়া শাল জড়িয়ে আসে। হিজাব পরার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় তাঁরা। এদিন অবশ্য এই ধরনের কোনও প্রতিবাদ দেখা যায়নি। কুন্দাপুরের বিধায়ক শ্রীনিবাস শেটি মুসলিম ছাত্রী এবং তাঁদের অভিভাবকদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন বৃধবার। যদিও সেখানে ঐক্যমত হয়নি। অভিভাবকরা জানিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্রীদের হিজাব পরার অধিকার রয়েছে। রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী তথা উদ্বৃতি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা এস আঙ্গারা জানিয়েছেন, ক্লাসরুমের ভিতরে হিজাব না পরার রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা আপাতত বহাল থাকবে। সরকার এব্যাপারে নিযুক্ত কর্মিটির রিপোর্টে অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বলেছেন, সবাইকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ড্রেস কোড বজায় রেখেই চলাতে হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের ড্রেস কোড থাকতে পারে না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

হাসপাতালের বাইরের  
বেঞ্চই ঠিকানা পোষ্যের

**নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি।**। মালিক ফিরবে, এই আশায় হাসপাতালের বাইরে একটি বেঞ্চের পাশে কয়েক দিন ধরে ঠায় বসে থাকতে দেখা গেল একটি কুকুরকে। ওই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন এক ব্যক্তি। হাসপাতালের বাইরের বেঞ্চে বসে থাকার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পর ওই হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। কুকুরটি তাঁর মালিককে শেষবারের মতো ওঁরে বেঞ্চেই বসে থাকতে দেখেছিল। মালিক কয়েকটি পাশ থেকে একটুও নড়তে দেখা যায়নি তাকে। ঠিক যেন বাস্তবের ‘হাচিকো’। ঘটনাটি পুরোতো রিকার। দিন কয়েক আগে ওই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন। নিজের ঘরবাড়ি না থাকলেও, লিও নামে একটি কুকুরই ছিল তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। নিজের থেকেও বেশি যত্ন করতেন লিও-র। দু’জনের মধ্যে একটা অটুট বন্ধন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই বাঁধন ছিঁড়ে গিয়েছে কয়েক দিন আগেই। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে বছর যাটের ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। যে বেঞ্চে তিনি বসেছিলেন, সেই বেঞ্চের পাশেই ঠায় বসে থাকতে দেখেন হাসপাতালেরই এক

চিকিৎসক। যাতায়াতের পথে কুকুরকে ওই বেঞ্চের পাশে গত কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করায় কৌতূহল হয় হোসে অ্যান্টোনিও নামে এক চিকিৎসকের। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, কুকুরটি একটি ভবঘুরের। কয়েক দিন আগেই হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। চিকিৎসকের আর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, পোষ্যটি তাঁর মালিকের আসার অপেক্ষা করছে। চিকিৎসক জানান, লিও-র একটি পায়ে ক্ষত ছিল। এক জন পণ্ডি চিকিৎসককে এনে সেই ক্ষতের চিকিৎসাও করান। লিও-কে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার বহু চেষ্টা করেও কোনও লাভ হয়নি। ওই বেঞ্চের পাশ থেকে কিছুতেই তাকে সরানো যায়নি এই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে ‘হাচিকো’র ঘটনাকে। টেকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের অধ্যাপক হিদেসাবুরে উয়েনোর পোষ্য ছিল হাচিকো নামে একটি কুকুর। হাচিকো অধ্যাপকের ফেরার আগে প্রতিদিন শিবুরা স্টেশনে হাল্জি হত সে। ১৯২৫ সালের মের পর্যন্ত এভাবেই মালিককে আনতে স্টেশনে অপেক্ষা করতে দেখা যেত যাটের ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। যে অধ্যাপক মারা যান। হাচিকো কিন্তু তার প্রতি দিনের অভ্যাস

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## লাইফ স্টাইল

## ওমিক্রনে তো ভয় অনেক কম ?

## তাহলে পৃথিবী জুড়ে করোনায মৃত্যু আবার বাড়ছে কেন

ওমিক্রন হচ্ছে। হয়ে সেরেও যাচ্ছে। অনেকেই সামান্য সমস্যা হচ্ছে। কারও কারও কোনও সমস্যাই হচ্ছে না। এমনকি অনেকে তো টেরই পাচ্ছেন না। আর সেখান থেকেই অনেকেই দাবি করেছেন, ওমিক্রন আসলে বিশেষ কোনও সমস্যা সৃষ্টি করে না। তাঁদের এই দাবি যে পুরোপুরি ভুল, তাও নয়। কিন্তু তার পরেও পৃথিবীর বহু জায়গাতেই ওমিক্রন সংক্রমণের পরে করোনায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। রাশিয়া এবং ব্রাজিলে সংক্রমণের পরিমাণ বেড়েছে। আমেরিকা

এবং অস্ট্রেলিয়ায় বেড়েছে কোভিডে মৃতের সংখ্যা। এই সবই হয়েছে ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়ার পরেই। এর কারণ কী? ওমিক্রন যদি ভায়ের কিছু নাই হয়, তাহলে হঠাৎ করে কেন বাড়ছে কোভিড সংক্রমণের পরে মৃতের সংখ্যা? কী বলছেন বিজ্ঞানীরা? কেন বিশ্বে নানা প্রান্তে আবার করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে? প্রথমত, করোনায় মৃতের বেশির ভাগই টিকা নেননি। আমেরিকার পরিসংখ্যান এমনই বলছে। করোনায় মৃতদের মধ্যে বেশির ভাগই টিকা নেননি।

যাঁদের টিকা নেওয়া হয়নি ওমিক্রন তাঁদের বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। সেই আশঙ্কার কথা বলছেন বিজ্ঞানীরা। ওমিক্রনের সংক্রমণের হার ডেন্ডটার থেকে বেশি। ফলে যে পরিমাণ মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছিল, ওমিক্রন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ছড়াচ্ছে। যাঁরা এর আগে সংক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছেন, তাঁরাও এবারের সংক্রমিত হচ্ছেন। ফলে বাড়ছে মৃত্যুর হারও। ওমিক্রনে ভয় কম ঠিকই, কিন্তু তা বলে ওমিক্রন

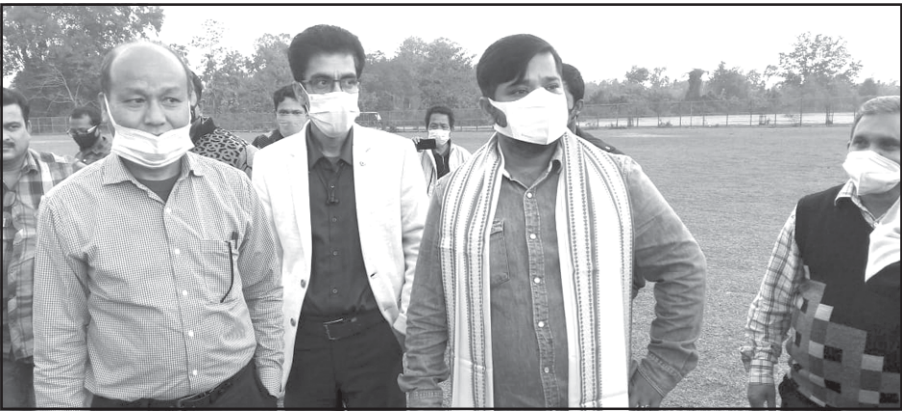
মোটেই মৃদু নয়। অনেকেই বাড়াবাড়ি হচ্ছে না এর ফলে। কিন্তু সেটি বাইরে থেকে যতটা দেখা যাচ্ছে, তার উপর বিচার করেই বলা হচ্ছে। ভিতরে ভিতরে ওমিক্রনের কারণেও ক্ষতি হচ্ছে মারাত্মক। ফলে বাড়ছে মৃত্যুর হার। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার রাস্তা একটাই। সেটি হল টিকা নেওয়া। তেমনই বলছেন বিজ্ঞানীরা। নিয়মমাম্ফিক টিকা নিলে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে এই সমস্যা কমার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মত তাঁদের।





# যুবকদের সঠিক দিশায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ সুশান্ত

প্রেস রিলিজ, ফটিকরায়, ২ ফেব্রুয়ারি।। খেলাধুলার মাধ্যমে আমরা সৌভ্রাতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করতে পারি। খেলাধুলার মাধ্যমেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার ভেব যে নেশা বিরোধী অভিযানের ডাক দিয়েছেন তার সফলতাও আমরা আনতে পারি। ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল মাঠে বৃহস্পতিবার ফটিকরায় ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ-২০২২ গ্র্যান্ড ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে এ কথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানিক সাহা। ফটিকরায়ের বিধায়ক সুধাংশু দাসের উদ্যোগে



আজ থেকে শুরু হয়েছে একমাসব্যাপী এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪৮টি টিম অংশ নিয়েছে। উল্লেধনী মাচ

হয়েছে এমরাপাশা সাইনিং স্টার এবং কৈলাসের প্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে। ৯-এ সাইড এই ক্রিকেট ম্যাচ হবে ১২ ওভারের। উল্লেধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য

রাখতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে খেলাধুলার

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## আইএসএল খেলা ফুটবলার রামকৃষ্ণ ক্লাবে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। দীর্ঘদিন পর প্রথম ডিভিশনে খেলতে এসেই চমক দিচ্ছে রামনগরের রামকৃষ্ণ ক্লাব এবার আরও বড় চমক দিতে চলেছে। আইএসএল খেলা দুই ফুটবলার এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে খেলতে আসছে। আগামীকাল দুপুরের বিমানে তারা আগরতলায় আসবে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধেই তারা মাঠে নামবে বলে ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে। দুই ফুটবলারই মিজোরামের। এদের একজন আইএসএলে ব্যাঙ্গালুরু এফসি'র এবং আরজন অর্থাৎ টুন্ডুলা এফসি ফায়ার হয়ে খেলেছে। পাশাপাশি দুজনে মিজোরাম সিনিয়র দলের নিয়মিত ফুটবলার। প্রদান সুবাবা, ধনরাজ তামাদের নিয়ে লিগে একের পর এক চমক দিচ্ছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। এবার মিজোরামের আইএসএল খ্যাত দুই ফুটবলার আসায় স্বভাবতই দলের শক্তি আরও বেড়ে গেলো।

## লড়াই করে জিতলো এগিয়ে চল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। চলতি সিনিয়র লিগের অন্যতম ফেভারিট দলকে রীতিমত বেগ দিলো ত্রিপুরা পুলিশ। বৃহস্পতিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে যেমনটা ভাবা গিয়েছিল তেমন কিছু ঘটেনি। অর্থাৎ উঁচুমানের বিদেশি ফুটবলার সমৃদ্ধ এগিয়ে চল সংঘ ছেলেখেলা করবে পুলিশ দলকে নিয়ে এমনটাই ধারণা ছিল। যদিও সেরকম কিছু ঘটলো না। বয়স্ক ফুটবলারদের নিয়ে গড়া পুলিশ বাহিনী জমজমাট ম্যাচ উপহার দিলো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে দূরস্ত লড়াই করলো। ম্যাচে নামমাত্র গোলে জয় পেয়েছে এগিয়ে চল সংঘ। তবে ধারাবাহিকতার অভাবে ভোগা পুলিশ বাহিনীর লড়াই এদিন দর্শকদের তারিফ কুড়িয়ে নিলো। রাখাল শিশু চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চল সংঘ সিনিয়র লিগ ফুটবলের ভালোভাবে এগোচ্ছে। শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে তারা হেরেছে। এছাড়া সবকয়টি ম্যাচেই জয় পেয়ে বর্তমানে লিগ টেবিলে শীর্ষে। সুপারেও পৌঁছে গিয়েছে। আসল লড়াই যদিও সুপারে। তবে



পুরো দল নিয়েই এদিন পুলিশের মোকাবেলা করতে নেমেছিল এগিয়ে চল সংঘ। যথার্থিতি শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের ধারা বজায় রইলো। বিদেশি অ্যারিস্টাইড তার গতি এবং ড্রিবলের সাহায্যে প্রতিপক্ষ ডিফেন্সকে ব্যস্ত রাখলো। অনুপ এমএল-র নেতৃত্বে পুলিশের রক্ষণভাগ বেশ ভালোভাবেই

এগিয়ে চল সংঘের আক্রমণকে রুখে দিলো। ম্যাচের প্রথমার্ধে এগিয়ে চল সংঘের পাশাপাশি পুলিশের সামনেও গোল করার কিছু সুযোগ এসেছিল। যদিও গোল হয়নি। প্রথমার্ধে গোল শূন্যভাবে ম্যাচ শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য বাঁপায় এগিয়ে চল সংঘ। অন্যদিকে, পুলিশ বাহিনী মূলতঃ কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেললো। দীর্ঘ ৭৩ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে চল সংঘকে অটকে দিতে সক্ষম হয় পুলিশ। এরপর আর পারেনি। জেবেদিয়া ডার্ল ম্যাচের ৭৩ মিনিটে এগিয়ে চল সংঘকে এগিয়ে দেয়। এরপর ম্যাচে সমতা নিয়ে আসার জন্য পুলিশ বাহিনী অনেক আক্রমণাত্মক হয়। সাগর, বিনোদ-র পাশাপাশি বাদলও ওভারল্যাপিং-এ বার বার আক্রমণে উঠে আসে। কিছু সুযোগও তৈরি হয়। তবে গোল করতে পারেনি। ফলে নামমাত্র গোলে ম্যাচটি জিতে নিলো এগিয়ে চল সংঘ। রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী পুলিশের বাঙ্কোয়া ডার্লং, অনুপ এমএল, বাগদাস, বিক্রম কিশোর জমতিয়া এবং এগিয়ে চল সংঘের কর্ণ কলই-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

## রঞ্জি ট্রফি শুরু ১০ ফেব্রুয়ারি, ইডেনে হবে প্লেট গ্রুপের ম্যাচ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। দু'বছর পর অবশেষে ফিরছে রঞ্জি ট্রফি। বৃহস্পতিবার সরকারি ভাবে ঘোষণা হয়ে গেল। আগের ঘোষণা মতোই দুই পর্বে আয়োজন করা হবে রঞ্জি ট্রফি। প্রথম পর্ব শুরু হচ্ছে ১০ ফেব্রুয়ারি। শেষ হবে ১৫ মার্চ। দ্বিতীয় পর্ব ৩০ মে থেকে শুরু হয়ে চলবে ২৬ জুন পর্যন্ত। মোট ৩৮টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। এলিট গ্রুপে থাকা ৩২টি দলকে আটটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। প্লেট গ্রুপে থাকবে ছ'টি দল। খেলার সূচিও প্রকাশ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার। এলিট গ্রুপের প্রত্যেকটি দল তিনটি করে ম্যাচ খেলবে। একটি বাদে বাকি প্রস্তুত থাকা সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া দল কোয়ার্টার ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করবে। এ ছাড়া প্লেট গ্রুপে সবার উপরে শেষ করা দল এবং

●এরপর তিনের পাভায়

## চলতি মাসে কুশল ওপেন টেনিস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ১৮-তম কুশল ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এই লক্ষ্যে রাজ্য দল গঠনের জন্য আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি মালধা নিবাস টেনিস কমপ্লেক্সে একটি নির্বাচনি শিবির অনুষ্ঠিত হবে। যে সব খেলোয়াড় শিবিরে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের ওইদিন সকাল আটটায় কোচ চিন্ময় দেববর্মা-র কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় এই সংবাদ জানিয়েছেন।

## সুপারের লক্ষ্যে আজ নামছে বীরেন্দ্র ক্লাব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। সুপার লিগে এখনও নিশ্চিত নয় বীরেন্দ্র ক্লাব। বলা যায়, এগিয়ে চল সংঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব ছাড়া আর কোন দলই নিশ্চিত নয়। লালবাহাদুর, ফরোয়ার্ড ক্লাবের পাশাপাশি সুপারে উঠার লড়াইয়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে হলে আগামীকাল টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে বীরেন্দ্র ক্লাবকে জিততেই হবে। বড় ব্যবধানে জিততে পারলে অনেকটা ভালো জায়গায় থাকবে। তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য জয় পাওয়া। মূলতঃ স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়েই দল গড়েছে রাজ্যের ঐতিহ্যশালী ক্লাবটি। তবে ভাগ্য তাদের সদস্য দেয়নি। লিগের প্রথম দুই ম্যাচে তাদের খেলতে হয়েছে দুই ফেভারিট এগিয়ে চল সংঘ এবং ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে। এই ক্রীড়া সূচি তাদের অনেকটাই ক্ষতি করেছে। পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই রেফারির বেশ কিছু সিদ্ধান্ত তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে বলে ক্লাবের অভিযোগ। এসব কারণেই দলটি এখনও সুপারে নিশ্চিত নয়। আগামীকাল তাদের প্রতিপক্ষ টাউন ক্লাব। যারা সুপারের দৌড়ে নেই। তবে জঙ্গুইজলার ফুটবলারদের নিয়ে গড়া দলটি বেশ লড়াই। চলতি লিগে কয়েকটি ম্যাচে অসাধারণ ফুটবল উপহার দিয়েছে। ফলে বীরেন্দ্র ক্লাবকে অবশ্যই জিততে হলে তাদের সেরা ফুটবল খেলতে হবে। পুরো ম্যাচে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। টাউন ক্লাব কিন্তু যখন খুশি অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

## ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করতে চলেছে টিসিএ। অবশ্য এক্ষেত্রে কৃতিত্বের দাবিদার সচিব তিমির চন্দ। টিসিএ-র উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ককে তিনি জানিয়েছেন, যাতে দ্রুত ঘরোয়া ক্রিকেট শুরুর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০২০-২১ মরশুম করোনার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল। চলতি মরশুমে পরিস্থিতি ইতিবাচক হলেও এই ব্যাপারে টিসিএ-র তরফে কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, সচিব অপসারণ সভাপতি এবং যুগ্মসচিব। ক্রিকেটপ্রেমীদের দাবি, এসব করতে গিয়ে টিসিএ-র মূল উদ্দেশ্য থেকেই তারা বিচ্যুত হয়। তারা দায়িত্বে এসেছিল ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থ রক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য। বাস্তবে দেখা গেলো, তারা চলছে উল্টো রাস্তায়। যেখানে প্রতিটি পদে পদে বিদ্বিত হয়েছে ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থ। টানা দুই বছর ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ থাকলে দেশীয় ক্রিকেট মুখখুবড়ে পড়বে। বাস্তবে বুঝতে পেরেছে বিসিসিআই। তাই গত বছর করোনার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেট অনুষ্ঠিত না হলেও এবার শুরু থেকেই অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে মাঠে নেমেছে। স্বভাবতই গোটা রাজ্যের ক্রিকেটাররা এই সংবাদের খুব উৎফুল্ল।

তারিখ ঘোষণা করেছে। টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ককে লেখা চিঠিতে সচিব এই প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। করোনা পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার কারণে দুই ধাপে রঞ্জি ট্রফি অনুষ্ঠিত করবে বিসিসিআই। এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বোর্ডের তরফে। এক্ষেত্রে টিসিএ-ও পিছিয়ে থাকতে পারে না। সমস্ত ধরনের করোনা বিধি মেনে রাজ্য জুড়ে ঘরোয়া প্রতিযোগিতা শুরু এবং শেষ করার জন্য গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। বৃষ্টির মরশুম শুরু হওয়ার আগেই যাতে ঘরোয়া ক্রিকেট শেষ করা হয় এই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে বলেছেন সচিব। এর জন্য টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ককে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। এরপরই রাজ্যের ক্রিকেটাররা উৎসাহী হয়ে উঠেছে। এই বছর শুধুমাত্র অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু হবে। শুধু তাই নয়, রাজ্য জুড়েই ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে যুগ্মসচিব এক অফিস অর্ডারে গোটা রাজ্য জুড়ে টিসিএ-র অনুমতি ছাড়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু করা যাবে না বলে জানিয়েছিলেন। বর্তমানে সচিবের দায়িত্বে ফিরে আসার পর এটা স্পষ্ট যে, এবার রাজ্য জুড়েই শুরু হবে ঘরোয়া ক্রিকেট। স্বভাবতই গোটা রাজ্যের ক্রিকেটাররা এই সংবাদের খুব উৎফুল্ল।

## ধর্মনগর মাঠ পরিদর্শনে তিমির

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ধর্মনগরে গড়ে উঠেছে আধুনিক ক্রিকেট মাঠ। অনেক আগেই কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমান কমিটির আমলে সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আপাতত উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় এই মাঠ। বৃহস্পতিবার টিসিএ-র সচিব তিমির চন্দ এই মাঠ পরিদর্শন করলেন। তার সঙ্গে ছিলেন টিসিএ-র বাস্তুকাররা। বর্তমান কমিটি রাজ্য জুড়েই বিভিন্ন মাঠ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ধর্মনগরে এই মাঠ গড়ে উঠেছে। ধর্মনগর থেকে বেশ কিছু প্রতিভাবান ক্রিকেটার উঠে এসেছে। তবে এতদিন তাদের জন্য অনুশীলন কিংবা ম্যাচে খেলার জন্য কোন আদর্শ মাঠ ছিল না। টিসিএ-র পূর্বতন কমিটিগুলি এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিলেও মাঝ পথেই কাজ থেমে গিয়েছিল। একটা সময় প্রায় জঙ্গলের আকার ধারণ করেছিল এই মাঠ। এরপর টিসিএ-র বর্তমান



রয়েছে। সচিব তিমির চন্দ চাইছেন, উত্তর জেলা এবং উত্তরকোটি জেলা থেকে আরও বেশি পরিমাণে ক্রিকেটার উঠে আসুক। এই লক্ষ্যে মাঠ সহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর এখন জোর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিমির চন্দ। সচিব হিসাবে রাজ্য ক্রিকেটের সেবা করাই তার লক্ষ্য। এমনিতে তিনি একজন লেভেল-বি

কোচ। দেহাদুনের বিখ্যাত অভিনয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেও কাজ করেছেন। এবার রাজ্য ক্রিকেটের উন্নতির লক্ষ্যে বাঁপিয়ে পড়েছেন। খুব দ্রুতই ধর্মনগরের এই মাঠে ক্রিকেট শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। শুধু ধর্মনগর নয়, রাজ্যের প্রতিটি মহকুমাতাই আধুনিক পিচ সম্বলিত মাঠ তৈরির করার উপর জোর দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিমির।

# টেনিস ক্রিকেট নিয়ে মানিক'র দ্বৈত ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। টিসিএ-র নথিভুক্ত ক্রিকেটাররা যাতে টাকার অভাব সত্ত্বেও টেনিস ক্রিকেট খেলতে না পারে তার জন্য নাকি বোর্ডের এই বছর খেলা হবে না জেনেও টিসিএ-র যুগ্মসচিবের পরামর্শে খোদ সভাপতি মানিক সাহা অনূর্ধ্ব ২৫ দলের ২১ দিনের ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু করেছেন। মোট ৪৪ জন ক্রিকেটার এই ক্যাম্পে ট্রেনিং নিচ্ছে। ক্যাম্পের জন্য প্রতিদিন টিসিএ-র নাকি প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ। অর্থাৎ ২১ দিনে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা খরচ। তবে বিষয়কর ঘটনা হলো, মানিক সাহা যখন টিসিএ-র নথিভুক্ত ক্রিকেটারদের নিয়ে কলকাতা বন্ধ করতে টিসিএ-র লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আসলে ট্রেনিং ক্যাম্প করছেন তখন দেখা যাচ্ছে খোদ মানিক সাহা নিজেই বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেটে অতিথি হয়ে পুরস্কার দিতে ছুটে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ব্যাট হাতে খোদ মানিক সাহা টেনিস ক্রিকেটের উদ্‌বোধন করছেন। অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট যে, মানিক সাহা বিপরীতমুখী কাজ করছেন। একদিকে টিসিএ-র নথিভুক্ত ক্রিকেটারদের ভাতা মারতে তাদের টেনিস ক্রিকেট খেলা বন্ধ করতে টিসিএ-র লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ক্যাম্প

করছেন তো অপরদিকে নিজেই ব্যাট হাতে টেনিস ক্রিকেটের উদ্‌বোধন বা পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন। টিসিএ সভাপতি মানিক সাহা-র টেনিস ক্রিকেটে এভাবে অংশগ্রহণে প্রশ্ন তুলেছেন ক্রিকেটাররা। কয়েকজন প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন—মানিক সাহা, কিশোর দাস, উত্তম চৌধুরী-রা টিসিএ-র নথিভুক্ত ক্রিকেটারদের টেনিস খেলা বন্ধ করতে অসময়ে টিসিএ-র লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ক্যাম্প করছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, খোদ মানিক সাহা নিজে বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেটে যাচ্ছেন। কোথাও নিজে ব্যাট হাতে টেনিস ক্রিকেটের উদ্‌বোধন করছেন তো কোথাও টেনিস ক্রিকেটে পুরস্কার দিচ্ছেন। ঘটনাত্ত্বে এসব ক্ষেত্রে তিনি টিসিএ-র সভাপতির পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছেন। কিশোর কুমার দাস টিসিএ-র যুগ্মসচিব। তিনি নাকি টিসিএ-র উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতির উত্তম চৌধুরী-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্যাট টিসিএ-র একজন ক্রিকেটারও টেনিস খেলতে না পারে। আর কিশোর দাসের নির্দেশে উত্তম চৌধুরী, রাজেশ বণিক-রা অসময়ে অনূর্ধ্ব ২৫ ক্রিকেটের ক্যাম্পের উদ্যোগ নেয়। আর নির্বাচিত সচিব

●এরপর দুইয়ের পাভায়

# রেফারি হেনস্তায় নীরব টিএফএ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। সিনিয়র লিগের প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই বিশাল প্রতিপদকতার মুখে পড়তে হচ্ছে রেফারিদের। অত্যাা গালাগালি, ঢিল ছোঁড়া, শরীরে হাত দেওয়ার মতো বেআইনি ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে কিছু অ-ফুটবলপ্রেমী দর্শক। অথচ টিএফএ এই ব্যাপারে একেবারে নীরব ভূমিকায়। রেফারিদের নিরাপত্তা দেওয়া টিএফএ-র প্রধান কাজ। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, রেফারিরা প্রতিটি ম্যাচে হেনস্তার শিকার হলেও টিএফএ এই ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। অভিযোগের আঙুল টিআরএ-র দিকেও। তারাও রেফারিদের সুরক্ষায় কি করছে এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্ব জুড়েই ফুটবলে পরাজিত দল রেফারির দিকে আঙুল তুলে। এটাই স্বাভাবিক। নিজের দলের খারাপ পারফরম্যান্সকে

পেছনের সারিতে সরিয়ে দিতে হলে রেফারিকে ট্যাগেট করে। এটাই হলো সহজ পছা। তাই কয়েকটি ক্লাবের কর্মকর্তাদের প্রচুর মদতে কিছু উগ্র সমর্থক প্রতিদিনই উমাকান্ত মাঠে ভিড় জমায়ে। শুরু থেকে শেষ রেফারিদের তারা আশ্রাব্য গালাগালে ভরিয়ে দেয়। ম্যাচের ফলাফল তাদের পক্ষে না গেলে ম্যাচের শেষে শুরু হয় আরও তাণ্ডব। পুলিশ প্রহরায় রেফারিদের মাঠ ছাড়তে হয়। করোনার কারণে দুই বছর পর ঘরোয়া ফুটবল শুরু হয়েছে। মাঝে একটা বছর সমস্ত ফুটবল সংক্রান্ত কার্যকলাপ বন্ধ ছিল। আশা ছিল, ফুটবল দেখার এই সুযোগটা ভরপুরভাবে নেবে দর্শকরা। মাঠে বিরাজ করবে শান্তি এবং ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে তার উল্টোটা। এমনিতেই অভ্যস্তরীণ সমস্যার জঞ্জরিট টিআরএ। অনেক সিনিয়র

রেফারিকে মাঠেই দেখা যায় না। টিআরএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর একদিনের জন্যও তাদের মাঠে দেখা যায়নি। সমস্যাটা কি তা ভালো জানে টিআরএ। কিন্তু ফুটবলপ্রেমীদের বক্তব্য হলো, যেসব রেফারিরা হাজারো সমস্যা সত্ত্বেও টিআরএ-র অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে ম্যাচ পরিচালনা করছে তাদের কেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে না টিআরএ? টিএফএ-ও অতীতে এই ব্যাপারে কোন ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। বর্তমানও একই ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। টিআরএ-র তরফে টিএফএ-কে এই ব্যাপারে জানানো হলেও টিএফএ কিছুই করছে না। ম্যাচ পিছু যে পরিমাণ অর্থ রেফারিদের দেয়া তা খুবই নগণ্য। রাজ্য জুড়ে যেসব প্রাইজমানি ফুটবল হয় সেই সব ম্যাচ পরিচালনা করেও অনেকে বেশি অর্থ পায় রেফারিরা। শুধুমাত্র নিজেদের

ফুটবল প্রেমের কারণে এবং আগরতলার ফুটবলকে টিকিয়ে রাখতে এই সামান্য অর্থের বিনিময়েও ম্যাচ পরিচালনা করে। অথচ দুর্ভাগ্য, কয়েকটি ক্লাব বরাবরের মতো এবারও ফুটবল মাঠকে কলুষিত করে চলেছে। শুধুমাত্র উগ্র সমর্থকদের দায়ী করে কোন লাভ নেই। কর্মকর্তাদের প্রচুর মদতেই তারা এই ধরনের আচরণ করে চলেছে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে আট বছর আগে উমাকান্ত মাঠে রেফারি নিগ্রহের কাজ নিশ্চয় করে ভুলে যাইনি। শহরের এক বনেদি ক্লাবের বিরুদ্ধে রেফারিদের ম্যানেজ করার অভিযোগ উঠেছিল। প্রতিপক্ষ দল ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর তাই তীব্র আক্রমণে বাঁপিয়ে পড়েছিল রেফারিদের উপর। পুলিশেরও সাধ্য হয়নি রেফারিদের নিরাপত্তা দান করার ক্ষেত্রে। চলতি

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## মুন্সই সিটির সঙ্গে ড্র করল এটিকে মোহনবাগান

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ডার্লি জয়ের পরের ম্যাচে ড্র করল এটিকে মোহনবাগান। তাও আবার শক্তিশালী মুন্সই সিটি এফসির বিরুদ্ধে। যে মুন্সই সিটি এফসি আইএসএলের ইতিহাসে চিরকাল বেগ দিয়ে এসেছে সবুজ-সেরুনকে। আগের সাক্ষাতেই মুন্সইয়ের কাছে পাঁচ গোল হজম করতে হয়েছিল এটিকে মোহনবাগানকে। সেই ম্যাচের পর গল্পা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। আন্তোনিও হাবাসের পরিবর্তে এটিকে মোহনবাগানের রিমেট কস্টোল হাতে নেন জুয়ান ফেরান্দো। বৃহস্পতিবার অবশ্য দু'দলের খেলা কেউ ভুলে যায়নি। শহরের এক বনেদি ক্লাবের বিরুদ্ধে রেফারিদের ম্যানেজ করার অভিযোগ উঠেছিল। প্রতিপক্ষ দল ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর তাই তীব্র আক্রমণে বাঁপিয়ে পড়েছিল রেফারিদের উপর। পুলিশেরও সাধ্য হয়নি রেফারিদের নিরাপত্তা দান করার ক্ষেত্রে। চলতি

●এরপর তিনের পাভায়

## নো ক্যাম্প নো ফিটনেস টেস্ট

## টিসিএ-র ‘অতিথি দেব ভব’ স্কিমে পবন-রা কি সরাসরি রঞ্জি দলে?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলেছেন, এরাজ্যে ‘অতিথি দেব ভব’। বিশেষ করে পুর ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস যখন রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে বঙ্গ থেকে আগত নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হামলা, মামলার অভিযোগ তুলেছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ত্রিপুরার মানুষ ‘অতিথি দেব ভব’তে বিশ্বাসী। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে আছেন খোদ রাজ্যের শাসক দলের সভাপতি মানিক সাহ। টিসিএ-র ভূমিকাও যেন ওই ‘অতিথি দেব ভব’। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বহু প্রতিদ্বন্দ্বীতা রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটার আসার। বিসিসিআই ইতিমধ্যে

জানিয়ে দিয়েছে যে, প্রতিটি দলকে ১০ ফেব্রুয়ারি রিপোর্ট করতে হবে। ১৩ তারিখ পর্যন্ত নিভৃত বাস। ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি প্র্যাকটিস। এবার ত্রিপুরা বেশ শক্ত গ্রুপে। ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে পাঞ্জাব, হিমাচল, সার্লিসেস। হিমাচল কিন্তু এবারের সিনিয়র একদিনের ক্রিকেটে (বিজয় হাজারে) চ্যাম্পিয়ন। হিমাচলের কোচ ত্রিপুরার প্রাক্তন কোচ অনুজ দাস। এছাড়া ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে পাঞ্জাব, সার্লিসেস। জাতীয় সিনিয়র ক্রিকেটে এরা ভালো অবস্থানে। এই সময় যখন শাসক দলের সভাপতি মানিক সাহ। টিসিএ-র ভূমিকাও যেন ওই ‘অতিথি দেব ভব’। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বহু প্রতিদ্বন্দ্বীতা রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটার আসার। বিসিসিআই ইতিমধ্যে

রঞ্জি ট্রফি খেলেনি। এছাড়া দুই বছর ধরে বন্ধ ক্লাব ক্রিকেট। ফলে ত্রিপুরার ম্যাচ খেলা বলতে একদিনের ও টি-২০ ক্রিকেট। রঞ্জি ট্রফি কিন্তু চার দিনের। এখানে লাল বলে খেলা। একদিনের ক্রিকেট, টি-২০ সিনিয়র একদিনের ক্রিকেটে ট্রফি ক্রিকেটের চিত্রই পুরোপুরি আলাদা। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, ত্রিপুরার তিন পেশাদার ক্রিকেটার এবং চিফ কোচের মধ্যে কোন নেই। যদিও ত্রিপুরার ছেলেদের ফিটনেস ক্যাম্প, ট্রেনিং ক্যাম্প এবং প্র্যাকটিস ম্যাচে সময় দিতে হচ্ছে। তবে ঘটনা হচ্ছে, ত্রিপুরার দল গঠনের জন্য ক্যাম্পে ২২ জনের নামের যে তালিকা টিসিএ ঘোষণা করেছে তাকে ক্রিকেট তিন পেশাদার

●এরপর দুইয়ের পাভায়





## লরির চাকায় পিষ্ট যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি।। লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের। বৃহস্পতিবার ভোরে মুন্সিয়াকামি থানাধীন ৪৫মাইল এলাকায় জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা। খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে



আসে। তারা লরির চাকায় পিষ্ট সাহিল কুমারকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিন ভোরে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীদের কাছে খবর আসে ৪৫মাইল এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান জেকে২সিজে৯৯৫৫ নম্বরের আলু বোঝাই লরির সহ-চালক সাহিল কুমার কয়লা বোঝাই লরির চাকার নিচে পড়ে গেছেন। এই পিষ্ট ৪৬বিশ্ব ৭৫১ নম্বরের কয়লা বোঝাই লরির নিচে চাপা পড়ে ওই যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বহিরাঙ্গা থেকে আলু নিয়ে আগরতলার উদ্দেশে আসছিল জেকে২সিজে৯৯৫৫ নম্বরের লরিটি। ৪৫মাইল এলাকায় আসার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## জাতীয় সড়কে মৃত প্রবীণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মনু, ৩ ফেব্রুয়ারি।। জাতীয় সড়ক প্রত্যেকদিন রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। যান সন্ত্রাসে আবারও জাতীয় সড়কে এক প্রবীণের রক্তে লাল হয়ে উঠে বৃহস্পতিবার রাতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই প্রবীণের। তার নাম জয়চাঁদ রায় (৬৫)। তার বাড়ি মনু থানাধীন বন অফিসের কাছে। জানা গেছে, জয়চাঁদ রাত ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ জাতীয় সড়ক দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় একটি গাড়ি তাকে রাস্তায় পিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় এক স্থানীয়রা উদ্ধার করে মনু হাসপাতাল নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রসঙ্গত, প্রত্যেকদিন জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। যান সন্ত্রাসে ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে দুর্জনের মৃত্যু হয়েছে। এত সবের পরও জাতীয় সড়কের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসন কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা গ্রহন করছে না বলে অভিযোগ। খুন থেকে যানসন্ত্রাসের মৃত্যু রাজ্যে বেড়ে চলেছে।

## কয়েক লক্ষাধিক টাকা, প্রচুর নেশা

## সামগ্রী-সহ গ্রেফতার মা ও ছেলে



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ ফেব্রুয়ারি।। কয়েক লক্ষাধিক টাকা, প্রচুর নেশা সামগ্রী-সহ মা ও ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তারা নেশার ব্যবসা করছে। এ ঘটনায় আরও এক যুবককেও আটক করেছে আরকপুুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে রাজারবাগ মধ্যপাড়ার ডলি নন্দীর বাড়িতে হানা দেয় এলাকাবাসী। পরবর্তী সময় আরকপুুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এলাকাবাসী ওই বাড়ি ঘেরাও করার পর পুলিশ তাদের ঘর তল্লাশি করে। তখনই উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে ভাড়াটিয়া বাপন দাসের ঘর থেকে। এছাড়া তার ঘরে নগদ ৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বাপন দাসের মা শিখা দাসকেও আটক করা হয়েছে। এলাকাবাসী জানান, অনেক দিন ধরেই পুলিশকে খবর দেওয়ার পরও তারা ওই বাড়িতে হানা দেয়নি। এদিন এলাকাবাসী বাধ্য হয়ে বাড়ি ঘেরাও করে। পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছিল না বলেই ক্ষেপে যান নাগরিকরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠে মধ্যপাড়া এলাকা। এখন প্রশ্ন উঠছে, বাপন দাস ও শিখা দাসের সাথে আর কারা এই কারবারের সাথে জড়িত? পুলিশ তাদেরকে জেরা করে সেই রাথবোয়ালদের শনাক্ত করবে কিনা?

## এখনও মিলেনি ১৩ মাসের বেতন, ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। পুলিশের কনস্টেবল থেকে সাব ইনসপেকটর পর্যন্ত কর্মীরা ১৩ মাসের বেতন পান। সারা বছরের ছুটিগুলির বিনিময়ে তাদের এক মাসের বেতন দেওয়া হয়। পূজোর দিনগুলিতেও পুলিশ কাজে থাকেন। এটা দয়ার দান নয়। বাড়তি কাজ করেই তারা প্রায় এক মাসের বেতন বেশি পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই এক মাসের বেতন সঠিক সময়ে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকী জানুয়ারি শেষ হয়ে ফেব্রুয়ারি মাস চলে এলেও অধিকাংশ পুলিশ কর্মী ১৩ মাসের বেতন পাননি। পশ্চিম জেলার পুলিশ কর্মীরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। এমনিতেই বাড়তি বেতন মাসের বেতন সঠিক সময়ে দেওয়া দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে বেতনও পাচ্ছেন না। জানুয়ারি মাসের বেতনই অধিকাংশ পুলিশ কর্মীরা বৃহস্পতিবার পেয়েছেন। অধিকাংশ ঘটনা হয়েছে পশ্চিম জেলায়। এর উপর আবার ১৩মাসের বেতন মিলেনি। অন্ততপক্ষে ৭ থেকে ৮ হাজার

পুলিশ কর্মী। বছরে বাড়তি এই বেতন পাওয়ার জন্য আগে থেকে আসায় থাকেন পুলিশের কনস্টেবল থেকে সাব ইনসপেকটর পর্যন্ত কর্মীরা। এনিয়েই ক্ষোভ বাড়ছে পুলিশের নিচুস্তরের কর্মীদের মধ্যে। এমনিতেই অ্যাডহক পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। টিপিএস গ্রেড ওয়ান থেকে শুরু করে সাব ইনসপেকটর পর্যন্ত পুলিশ কর্মীরা যথা সময় অ্যাডহক পদোন্নতি পেয়ে গেছেন। কিন্তু কনস্টেবল থেকে এএসআই পর্যন্ত নিচু স্তরের কর্মীরা অ্যাডহক পদোন্নতি এখনও হয়নি। কবে নাগাদ হবে তা নিয়েও কিছু বলতে পারছেন না পুলিশ আধিকারিকরা। এমনকী সদর দফতর থেকে কোনও বক্তব্য নেই। জানা গেছে, ১৩ মাসের বেতনটি প্রত্যেক বছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই পুলিশ কর্মীদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায়। এই বছর ১৩ মাসের বেতন পাওয়ার তারিখ এক মাস পেরিয়ে গেছে। এখনও নিশ্চিত নন পুলিশ কর্মীরা কবে এই টাকা পাবেন। এর মধ্যে চলতি মাসের বেতনও দুদিন পরে

পেয়েছেন। পুলিশ দফতরের একটি সূত্রের খবর, মিনিস্টারিয়াল স্টাফদের জন্য এই দেরি হচ্ছে। বৈতন করতে জানুয়ারি চেত মিনিস্টারিয়াল স্টাফরা দেরি করে ফেলেছেন। করোনা অভিযাতির জন্য ৫০ শতাংশ কর্মীদের উপস্থিতি থাকার সরকারি নির্দেশিকা যির শেষ সপ্তাহে ঠিকভাবে কাজ হয়নি। মূলতঃ এই কারণে বেতন পেতে সমস্যা হয়েছে পুলিশের নিচুস্তরের কর্মীদের। এসব কারণে তাদের ক্ষোভ বাড়ছে। যাদের কারণে এমন দেরি হচ্ছে এসব ঘটনার তদন্তেরও দাবি উঠেছে। এমনিতেই পুলিশের অ্যাকাউন্টসের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের গাফিলতির কারণে ফেব্রুয়ারি মাসে বেশিরভাগ পুলিশ কর্মীর বেতন জমাতে উদ্ভ্রাণ করা হয়। এমনিতেই পুলিশের অ্যাকাউন্টসের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের গাফিলতির কারণে ফেব্রুয়ারি মাসে বেশিরভাগ পুলিশ কর্মীর বেতন জমাতে উদ্ভ্রাণ করা হয়। এমনিতেই পুলিশের অ্যাকাউন্টসের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের গাফিলতির কারণে ফেব্রুয়ারি মাসে বেশিরভাগ পুলিশ কর্মীর বেতন জমাতে উদ্ভ্রাণ করা হয়। এমনিতেই পুলিশের অ্যাকাউন্টসের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের গাফিলতির কারণে ফেব্রুয়ারি মাসে বেশিরভাগ পুলিশ কর্মীর বেতন জমাতে উদ্ভ্রাণ করা হয়।

## শ্রমিক আন্দোলন ঠেকাতে শৌচাগারে তালা বুলাল আইসিএআর কর্তৃপক্ষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। অমানবিক! গত ১০ দিন যাবত লেবুছড়া স্থিত ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্রে শ্রমিক আন্দোলনকে ঠেকাতে কর্তৃপক্ষ এবারে শৌচালয়ে তালা বুলিয়ে দিল বৃহস্পতিবার। দীর্ঘ ২০ থেকে ২৫ বছর যাবত কাজ করার পর সম্প্রতি দফতর তাদের টিকেদারের হাতে তুলে দিতে লাগে। এরই প্রতিবাদে গত ১০দিন যাবত কর্মবিরতিতে রয়েছেন শতাধিক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক। বৃহস্পতিবার সকালে দেখা যায় অফিসের শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য যে শৌচালয়টি রয়েছে তাতে তালা বুলিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মূলত মহিলা শ্রমিকদের শায়েস্তা করতই এই নিদান কর্তৃপক্ষের। শুধু এখানেই নয় শহর থেকে লেবুছড়া যাওয়ার জন্য দফতরের যে বাসটি রয়েছে তার চালক, কন্ডাক্টরকেও এই আন্দোলনরত শ্রমিকদের গাড়িতে না তুলতে কড়া ইশিয়ারি জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। আন্দোলনরত শ্রমিকদের ঠেকাতে এই ধরনের অমানবিক আচরণ সম্প্রতি দেখা যায়নি। লেবুছড়া কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্র যা আইসিএআর অফিস বলে পরিচিত তাতে প্রায় দেড় শতাধিক শ্রমিক রয়েছে, যারা দীর্ঘ ২০ থেকে ২৫ বছর হাজিরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। গোটা দেশ জুড়ে সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের যে বোঁক শুরু হয়েছে তা থেকে বাদ যায়নি আইসিএআর। সম্প্রতি শ্রমিকদের ডেকে নিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এখন থেকে তাদের বেতন ভাতার বিষয়ে টিকেদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু তারা টিকেদারের অধীনে কাজ করতে নাগে। দফতরের অধীনেই কাজ করার দাবিতে গত ১০দিন যাবত কর্মবিরতি পালন করছিলেন শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার সকালে গিয়ে দেখা যায় মহিলা শ্রমিকদের ব্যবহারের শৌচাগারটি তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, শহরে যাতায়াতের বাসগাড়ির চালককেও শ্রমিকদের গাড়িতে না তুলতে ইশিয়ারি দিয়ে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। এই ধরনের অমানবিক



আচরণে হতবাক হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। যদিও এতে বিবৃদ্ধি উৎসাহে ভীতি পড়েনি। বৃহস্পতিবারও থারিতি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা কর্মবিরতি পালন করেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের টিকেদারের হাতে তুলে দিতে অফিসের আধিকারিকদের এত আগ্রহ কেন, তা এখনও বুঝা যাচ্ছে না। লেবুছড়া আইসিএআর অফিসের প্রধান বিশ্বজিৎ দাস এই বিষয়ে অনেক আগেই হাত তুলে নিয়েছেন। অফিস সূত্রে খবর, জনৈক মহিলা আধিকারিকের কুটিল মন্তব্যপ্রসূত এই বুদ্ধি খাটিয়ে আগাতত শৌচাগারে বন্ধ করে মহিলা শ্রমিকদের ঠেকানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের টিকেদারের হাতে তুলে দিতে অফিসের কর্মচারীদের এত আগ্রহ কেন তা এখনও পরিষ্কার না। এদিকে, শুক্রবার আন্দোলনের ১১তম দিন থেকে আন্দোলনকে আরও তেজি করার চিন্তা করছে শ্রমিকরা।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## হেরোইন-সহ ধৃত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ছেলেগাটা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। এডিসির গ্রামগুলিতে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছেন একাংশ যুবক। তাদের কাছে ব্রাউন সুগার, হেরোইনের মতো নেশা দ্রব্য পৌঁছে দিচ্ছে একদল নেশা কারবারি। এমনই একজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছেন লংতরাইভ্যালির এসডিপিও'র নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী। গ্রেফতার করা হয় ছৈলেগাটা থানার বাগানবাড়ি এলাকার বাসিন্দা শুভম চাকমাকে। তার কাছ থেকে ৪.১০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। অভিযানে লংতরাইভ্যালির ডেপুটি কালেকটরও ছিলেন। রাজা পুলিশের এআইজি (আইন-শৃঙ্খলা) এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। তিনি আরও জানান, মাস্ক ব্যবহার না করায় পুলিশ করোনা বিধি অনুযায়ী জরিমানা করে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার ১৭ হাজার ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

## হেলমেট চোরকে পিটিয়ে বীরত্ব উৎসাহীদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বড় চোরাদের বিরুদ্ধে মুখ বুজে থাকা কিছু অতি উৎসাহী যুবক গণধোলাই দিলো হেলমেট চোরকে। হাত বেঁধে রাধানাগর মোটরস্ট্যাণ্ডে ঢুকিয়ে গণপিটুনি দেওয়া হয় হেলমেট চুরি করতে আসা যুবককে। পরে আবার পুলিশের হাতেও তুলে দেওয়া হয়। এই যুবকের নাম অনিবার্ণ আচার্য। জিবির জগৎপুর এলাকায় তার বাড়ি। মূলতঃ বন্ধনের ঋণের কিস্তির টাকা জোগার করতেই হেলমেট চুরি করতে গিয়েছিল অনিবার্ণ। গণধোলাই খাওয়ার সময় বারবার হাতজোড় করে এই কথা বলে গেছেন। আবার স্থানীয়দের কয়েকজনের বক্তব্যে, নেশার কোঁটা কিনতে চুরি করতে এসেছিল অনিবার্ণ। উৎসাহী যুবকরা এতটাই অনিবার্ণকে ভিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন যেন বিরাট বড় চোর অথবা খুনিকে ধরে ফেলেছেন। যে যার মতো মারধর করতে শুরু করে দেয়। যেন নিজেদের প্রকাশ্যে বিচার করে নেন। পুলিশ, আদালতের কোনও দরকার নেই। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে রাধানাগর মোটরস্ট্যাণ্ডেই এই ঘটনা। মোটরস্ট্যাণ্ডের ভেতরে একটি বাইকে রাখা হেলমেট চুরি করে পালানোর সময় হাতেনাতে ধরা



পড়ে যায় অনিবার্ণ আচার্য। মুহূর্তে তার উপর হাত সাফাই করতে ভিড় জমে যায় কিছু উৎসাহী যুবকের। হাত বেঁধে তার উপর খিকে, ঘুসি, লাঠি দিয়ে অঘাত চলতে থাকে। যেন বিশাল সাফল্য পেয়ে গেছেন কিছু উৎসাহী যুবক। যদিও তদন্তে এখনও ধরেনি। উৎসাহী যুবকরা এতটাই অনিবার্ণকে ভিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন যেন বিরাট বড় চোর অথবা খুনিকে ধরে ফেলেছেন। যে যার মতো মারধর করতে শুরু করে দেয়। যেন নিজেদের প্রকাশ্যে বিচার করে নেন। পুলিশ, আদালতের কোনও দরকার নেই। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে রাধানাগর মোটরস্ট্যাণ্ডেই এই ঘটনা। মোটরস্ট্যাণ্ডের ভেতরে একটি বাইকে রাখা হেলমেট চুরি করে পালানোর সময় হাতেনাতে ধরা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ডায়ালেসিসের অভাবে মরছে রোগী, ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। জিবিরি হাসপাতালে ডায়ালেসিস পরিষেবা নিয়ে ফের বিক্ষোভ দেখালেন রোগীর পরিজনরা। ডায়ালেসিস পরিষেবা স্বাভাবিক করতে হাসপাতালের সুপারের কাছে দাবি সনদও পেশ করা হয়েছে। রোগীর আত্মীয়রা মিলে দ্রুত সমস্যা সমাধান করতে দাবি করেছেন। রাজ্যের প্রধান হাসপাতালেই ডায়ালেসিস নিয়ে এই করণ ত্রি ঘিরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তথাকথিত উন্নয়ন নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠেছে। এমনকী ডায়ালেসিসের অভাবে শ্বাসকষ্টের রোগী এবং করোনা সংক্রমিতদের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে বলেও

অভিযোগ তুলেছেন রোগীর পরিজনরা। এসব মন্তব্য নিয়ে অবশ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য নেই। এমনকী মহাকরণে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে থাকা আধিকারিকরাও ডায়ালেসিস পরিষেবা নিয়ে সেই অর্থে চেষ্টা করছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। বিরোধী দলগুলিও গুরুত্বপূর্ণ এই পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ দেখাচ্ছে না। এই সুযোগে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা না পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন অনেকে। এই ধরনের অভিযোগ এদিনও তোলা হয়েছে রোগীর পরিজনদের পক্ষ থেকে। তারা জানিয়েছেন, জিবিরি হাসপাতালে ডায়ালেসিসের রোগীর সংখ্যা

বাড়ছে। ভর্তি রোগীরা প্রত্যেকদিনই ডায়ালেসিস নিতে আসছেন। এছাড়াও হাসপাতালে ভর্তি না থেকে অনেকেই ডায়ালেসিস নিতে আসেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ডায়ালেসিস যোজনা জিবিরি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে বিনামূল্যে ডায়ালেসিস পরিষেবা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল সরকার। ঘোষণার পর বাস্তবের সঙ্গে অনেকটাই অমিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। রোগীর পরিজনরা জানান, জিবিরি হাসপাতালে ১০টি ডায়ালেসিস মেশিন রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি কাজ করেনা। ৫টি মেশিন দিয়ে পরিষেবা সবাইকে ঠিকভাবে

দেওয়া সম্ভব নয়। এর মধ্যে করোনার রোগী আসলে ডায়ালেসিসের মেশিন আলাদাভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়। আগে সপ্তাহে দুইবার ডায়ালেসিস দেওয়া হতো। কখনো তিনবারের জায়গায় দুইবার ডায়ালেসিস দেওয়া সম্ভব হতো। এখন সপ্তাহে একবারের বেশি দেওয়া হয় না। যে কারণে ডায়ালেসিস না পেয়ে রোগীদের অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। এদিন এক মহিলা জানান, তার রোগী অজয় কুমার নাথকে নিয়ে ডায়ালেসিস দিতে এসেছেন। কিন্তু

● এরপর দুইয়ের পাতায়

### লোক চাই

একটি মৎস্য খাদ্য কোম্পানির সেল এবং মার্কেটিং-এব জন্য আগরতলা নিবাসী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ বাইক জানা লোক চাই।

Contact- 8131958198

### ড্রাইভার চাই

চার চাকা মাল গাড়ি চালানোর জন্য পরিশ্রমী ড্রাইভার চাই। ফার্নিচার দোকানের গাড়ি, বেতন - 12,000 - এর মধ্যে।

—ঃযোগাযোগঃ—

9774190082

আগরতলা, বড়দোয়ালী।

### RESIDENTIAL STUDY CENTRE

#### FIRST TIME IN TRIPURA

#### aadhyan Residential Study Centre

#### For NEET | IIT-JEE | BOARD

Guided by Faculties of KOTA, KOLKATA & AGARTALA

#### SCHOOL | COACHING | HOSTEL

- LIMITED SEATS
- REGISTRATION STARTED
- LAST DATE OF REGISTRATION: 21 MARCH 2022

SCHOLARSHIP AVAILABLE FOR MERITORIOUS BPL | ST | SC STUDENT

Address: Joynagar, Agartala Mob: 9362720189

### BEST ONLINE LEARNING APP

#### NEET | IIT-JEE | FOUNDATION

www.aadhyan.net

aadhyan Digital

### বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একাত্তি বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা রাখেনি। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

### ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182

### গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থেকে রিলাফ ও পায়খানা পরিষ্কার রাখে।

Nur-o-Gas Tab.

MRP : 172/-

খুচরা ও পাইকারি পাওয়া যায়

### NIOS / COMPUTER / SPOKEN ENGLISH

যেসব ছাত্রছাত্রী ও চাকুরীজীবী VIII পাশ বা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ফেল তারা NIOS Open Board থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এবং ছোট বড়বের Short Time ও Long time Computer, Spoken English কোর্সে ভর্তি চলছে।

Contact - Popular Computer Academy Joynagar Busstand, Agartala, West Tripura Ph: 7005605004 / 9774349322

### অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free সেবা 3 মাস 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

গ্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গর্ভদ্বন্দ্ব, কর্তব্য বাধা, গুপ্তবিন্দু, স্বপ্নজাদু, মূর্ত্যুকরণ, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

যারের A to Z সময়সীমার সমাধান

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান

স্পেশালিস্ট ১ বশীকরণ, মূর্ত্যুকরণ এবং কালাজাদু

Contact 9667700474